বঙ্গবন্ধু জাতীয় কৃষি পুরস্কার ১৪২১ ও ১৪২২ উদ্বোধন অনুষ্ঠান

ভাষণ

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী

শেখ হাসিনা

ওসমানী স্মৃতি মিলনায়তন, ঢাকা, রবিবার, ১ শ্রাবণ ১৪২৩, ১৬ জুলাই ২০১৭

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

সম্মানিত সভাপতি,
সহকর্মীবৃন্দ,
পুরস্কারপ্রাপ্ত ভাই ও বোনেরা।

আসসালামু আলাইকুম।

বঙ্গবন্ধু জাতীয় কৃষি পুরস্কার ১৪২১ ও ১৪২২ বিতরণ অনুষ্ঠানে উপস্থিত সবাইকে আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাচ্ছি।

গভীর শ্রদ্ধা জানাচ্ছি সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে, যিনি সোনার বাংলা গড়ার স্বপ্ন দেখেছিলেন।

জাতির পিতা কৃষক, শ্রমিকসহ মেহনতি মানুষের পরম বন্ধু ছিলেন। তিনি উপলব্ধি করেছিলেন কৃষিকে বাদ দিয়ে দেশের উন্নয়ন সম্ভব নয়। এজন্য তিনি সবুজ বিপ্লবের ডাক দিয়েছিলেন। স্বাধীনতার পর দেশে সম্পদের সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য তিনি স্বল্পমূল্যে কৃষি উপকরণ বিতরণ এবং সেচ সুবিধা সম্প্রসারণের উদ্যোগ গ্রহণ করেছিলেন।

বঙ্গবন্ধু বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল, বিএডিসি, উদ্যান উন্নয়ন বোর্ডসহ অনেক নতুন নতুন কৃষিভিত্তিক প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলেছিলেন। কৃষিবিদদের প্রথম শ্রেণির মর্যাদা দিয়েছিলেন। কৃষি উৎপাদনের সঙ্গে সংশ্লিষ্টদের উৎসাহিত করতে তিনি ১৯৭৩ সালে 'বঙ্গবন্ধু পুরস্কার তহবিল' গঠন করেন।

১৯৭৫ সালে ঘাতকদের হাতে জাতির পিতা সপরিবারে নিহত হওয়ার পর ক্ষমতাসীনরা জাতির পিতা প্রবর্তিত 'বঙ্গবন্ধু পুরস্কার তহবিল' বন্ধ করে দেয়। ২০০৯ সালে সরকার পরিচালনার দায়িত্ব নেওয়ার পর আমরা তা পুনঃপ্রবর্তন করি। এ পুরস্কার প্রদানকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দিতে 'বঙ্গবন্ধু জাতীয় কৃষি পুরস্কার ট্রাস্ট আইন, ২০১৬' প্রণয়ন করা হয়েছে।

সুধী,

১৯৯৬ সালে প্রথম সরকার গঠনের পর আমরা কৃষি উৎপাদন ব্যবস্থাকে আধুনিক এবং সুসংগঠিত করার উপর বিশেষ গুরুত্বারোপ করি। ফলে মাত্র ৪ বছরের মধ্যে বাংলাদেশ খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন করে।

যে বাংলাদেশকে আমরা ২০০১ সালে খাদ্যে-স্বয়ংসম্পূর্ণ রেখে দায়িত্ব হস্তান্তর করি, ২ বছরের মধ্যেই সে বাংলাদেশ আবার খাদ্য-ঘাটতির দেশে পরিণত হয়।

আমরা ২০০৯ সালে দ্বিতীয় মেয়াদে দায়িত্ব গ্রহণের পর মন্ত্রীসভার প্রথম বৈঠকেই সার বিতরণ ব্যবস্থা পুনর্গঠনের উদ্যোগ গ্রহণ করি। ৩ দফা সারের দাম হ্রাস করা হয়।

২০০৫-০৬ অর্থবছরে খাদ্যশস্যের উৎপাদন ছিল ২ কোটি ৮০ লাখ মেট্রিক টন। ২০১৫-১৬ অর্থবছরে তা ৩ কোটি ৮৮ লাখ মেট্রিক টনে উন্নীত হয়েছে। আজ আমরা আবার খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন করেছি।

বিগত ৮ বছরে কৃষিখাতে ভর্তুকি বাবদ মোট ৫৭ হাজার ৫ শত ৪৮ কোটি ৬০ লাখ টাকা সহায়তা প্রদান করা হয়েছে। কৃষকের মধ্যে বিনামূল্যে বা স্বল্পমূল্যে কৃষি উপকরণ বিতরণের জন্য বিগত সাত বছরে প্রণোদনা ও কৃষি পুনর্বাসন কর্মসূচি হিসেবে ৫১৪ কোটি ২০ লাখ টাকা সহায়তা প্রদান করা হয়।

আমরা কৃষকদের কৃষি উপকরণ সহায়তা কার্ড চালু করি। ১০ টাকায় কৃষকের ব্যাংক অ্যাকাউন্ট খুলে সরকারি সহায়তা প্রদানে ব্যাপক সাফল্য অর্জন করি।

আমরা খামার যান্ত্রিকীকরণের জন্য ৩০% ভর্তুকি দিয়ে কৃষি যন্ত্রপাতি সরবরাহ শুরু করি। বর্তমানে এ ভর্তুকি ৫০%-এ উন্নীত করা হয়েছে এবং হাওড় এলাকার জন্য তা ৭০% করা হয়েছে। ডাল, তেল, মসলা ও ভুট্টাসহ ২৪টি ফসল উৎপাদনে ভর্তুকির আওতায় ৪% সুদে বিশেষ কৃষিঋণ চালু করা হয়েছে।

আমরা সমন্বিত বালাই ব্যবস্থাপনা কার্যক্রমের উপর গুরুত্বারোপ করেছি। কীটনাশকের ব্যবহারকে কমিয়ে নিয়ে আনছি। মাটি, জলবায়ু ও এলাকা উপযোগী ফসল নির্বাচন এবং উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য 'ক্রপ জোনিং ম্যাপ' প্রণয়ন করা হয়েছে। শস্য নিবিড়তা বৃদ্ধি করে ২-৩ ফসলের পরিবর্তে বছরে ক্ষেত্রবিশেষ সর্বোচ্চ ৪ ফসল উৎপাদন সম্ভব হয়েছে।

এ সকল পরিবর্তন সূচনা করতে যারা কর্মক্ষেত্রে নিয়োজিত থেকে নিরলস পরিশ্রম করছেন সেই কৃষি বিজ্ঞানী, কৃষিবিদ ও মাঠকর্মীদের প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধিতেও আমরা কাজ করছি।

বিসিএস কৃষি ক্যাডারের ১ হাজার ১৬৪টি পদসৃষ্টিসহ কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরকে শক্তিশালী করা হয়েছে। বাংলাদেশ ফলিত পুষ্টি গবেষণা ও প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউটের ২৫৭টি পদ সৃষ্টিসহ প্রধান কার্যালয় ও ৭টি আঞ্চলিক কার্যালয় নির্মাণের কাজ চলমান রয়েছে। এ ছাড়া বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট আইন-২০১৭, বাংলাদেশ পরমাণু কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিনা) আইন-২০১৭ প্রণয়ন করা হয়েছে।

বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট বিগত ৮ বছরে বিভিন্ন ফসলের ১৭০টি উচ্চ ফলনশীল জাত ও ১৫০টি উন্নত ফসল ব্যবস্থাপনা প্রযুক্তি উদ্ভাবন করেছে। বীজ প্রযুক্তি প্রয়োগ করে ৪টি বিটি বেগুনের জাত উদ্ভাবন করেছে। বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট বিগত ৮ বছরে ৩১টি উচ্চ ফলনশীল জাত ও হাইব্রিড জাত উদ্ভাবন করেছে। এছাড়া, বাংলাদেশ পরমাণু কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট ৯টি ফসলের ৪৮টি উচ্চ ফলনশীল জাত উদ্ভাবন করেছে। আমাদের কৃষি বিজ্ঞানীগণ বিভিন্ন শস্যের প্রতিকূল আবহাওয়া ও পরিবেশ প্রতিরোধ সক্ষম জাত উদ্ভাবন করছেন। চরাঞ্চলে ভুট্টা ও সবজি চাষ, পাহাড়ে ফল চাষ, জলাভূমিতে ভাসমান সবজি চাষ কার্যক্রম সম্প্রসারণ করা হচ্ছে। বীজ উৎপাদন ও সরবরাহ অব্যাহত রেখে কৃষিজ উৎপাদনে বিএডিসি অনন্য ভূমিকা রাখছে।

আমাদের সরকার কৃষিকে জীবিকা নির্বাহের স্তর থেকে লাভজনক ও বাণিজ্যিক পেশায় উন্নীত করার মাধ্যমে দারিদ্র্য বিমোচনসহ গ্রামীণ অর্থনীতি উন্নয়নে বহুমাত্রিক পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে।

গ্রামীণ মানুষের প্রকৃত আয় অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে। খাদ্য উৎপাদনে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জনের পাশাপাশি অন্যান্য শস্যের বহুমুখীকরণ ও বাণিজ্যিকীকরণ অর্জনে অগ্রগতি সাধিত হয়েছে।

জনগণের পুষ্টিমান বৃদ্ধির জন্য খাদ্যাভ্যাসে পরিবর্তন আসতে হবে। এজন্য কৃষি পণ্য উৎপাদনের বহুমুখী করার কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে। শুধু ধান-গম নয়, অন্যান্য ফসল বিশেষ করে পিঁয়াজ-রসুন, ডাল ও মসলা জাতীয় ফসলের উৎপাদন বৃদ্ধির দিকে নজর দিতে হবে।

জৈবসার ব্যবহার করে মাটির উর্বরতা রক্ষার জন্য আমরা কৃষকদের উদ্বুদ্ধ করছি। জমির উর্বরতা রক্ষায় রাসায়নিক সারের সুষম ব্যবহার নিশ্চিত করার পাশাপাশি জৈব সার ব্যবহারে জনগণকে উৎসাহিত করা হচ্ছে। এ জন্য জাতীয় জৈব কৃষিনীতি ২০১৬ প্রণয়ন করা হয়েছে।

ই-কৃষি প্রবর্তনে নানাবিধ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে। কৃষক এখন মোবাইল অ্যাপসের মাধ্যমে কৃষি তথ্য সেবা পাচ্ছে। এ ছাড়া ইউনিয়ন ডিজিটাল কেন্দ্র ও কৃষি তথ্য ও যোগাযোগ কেন্দ্রের মাধ্যমে কৃষকগণ ই-তথ্য সেবা পাচ্ছে।

বিগত পাঁচ বছরে দেশে দুধের উৎপাদন দ্বিগুনেরও বেশী বৃদ্ধি পেয়েছে। দুধের উৎপাদন ৩৪ লাখ ৬০ হাজার মেট্রিক টন হতে বৃদ্ধি পেয়ে ৭২ লাখ ৭৫ হাজার মেট্রিক টন হয়েছে। মাংসের উৎপাদন বছরে ২৩ লাখ ৩০ হাজার টন থেকে বৃদ্ধি পেয়ে হয়েছে ৬১ লাখ ৫২ হাজার টন। ডিমের উৎপাদন বছরে ৭০০ কোটি ৩৮ লাখ থেকে বেড়ে ১ হাজার ১ শো ৯২ কোটিতে উন্নীত হয়েছে।

জাতিসংঘের খাদ্য ও কৃষি সংস্থার হিসেবে ছাগল পালনে বাংলাদেশ বিশ্বের ৪র্থ স্থানে এবং ছাগলের মাংস উৎপাদনে ৫ম স্থানে অবস্থান করছে। বাংলাদেশ প্রাণিসম্পদ গবেষণা ইনস্টিটিউট বিএলআরআই সম্প্রতি 'দেশী ভড়ার পশম ও সুতার মিশ্রণে প্রস্তুতকৃত বস্ত্র সামগ্রী উদ্ভাবন করেছে।

উপস্থিত সুধিবৃন্দ,

শুধু দানাদার ফসলই নয়- আলু, সবজি ও ফল উৎপাদনেও বাংলাদেশ উল্লেখযোগ্য সাফল্য অর্জন করেছে। আলু উৎপাদনে আমরা আজ পৃথিবীর ৭ম স্থানে রয়েছি। উদ্বৃত্ত আলু রপ্তানি ও শিল্পখাতে ব্যবহারে আমরা ২০% হারে নগদ সহায়তা প্রদান করছি। সবজি উৎপাদনে আজ আমরা বিশ্বের ৩য় স্থানে আছি। সবজি রপ্তানিতে গত কয়েক বছরে উল্লেখযোগ্য সাফল্য অর্জিত হয়েছে।

দেশে এখন স্ট্রবেরি, ড্রাগন ফ্রুট, আঙুর, মাসরুম চাষ হচ্ছে। উন্নত জাতের পেয়ারা ও কুল জনগণের পুষ্টি চাহিদা পুরণে অবদান রাখছে। খাটো জাতের নারিকেল, আম ও পেয়ারা বাণিজ্যিকভাবে চাষ হচ্ছে এবং বিদেশেও রপ্তানি হচ্ছে।

দেশে কৃষিভিত্তিক শিল্প কারখানা গড়ে তোলার জন্য আমরা সব ধরণের সহায়তা দিয়ে যাচ্ছি। উদ্বৃত্ত ফসল প্রক্রিয়াজাত করে বিদেশে রপ্তানির মাধ্যমে আমরা বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করতে পারি।

আমাদের জাতিসংঘ ঘোষিত 'টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট ২০৩০' অর্জনে সমন্বিতভাবে কাজ করতে হবে। বিশেষভাবে কৃষি মন্ত্রণালয়ের অন্যতম দায়িত্ব হবে 'ক্ষুধা দুরীকরণ, খাদ্য নিরাপত্তা অর্জন, পুষ্টি উন্নয়ন ও টেকসই কৃষি ব্যবস্থা গড়ে তোলা।

সারাবিশ্বে এখন অর্গানিক খাদ্যের বিশেষ চাহিদা তৈরি হয়েছে। আমরা এ সুযোগ কাজে লাগাতে পারি। কারণ, অর্গানিক খাদ্যের দাম রাসায়নিক সার দিয়ে উৎপাদিত খাদ্যের দামের চাইতে অনেক বেশি।

একটা সময় ছিল বাংলাদেশের অনেক মানুষ ২-বেলা খাবার পেতেন না। আর আজ দেশের কোথাও কেউ অনাহারে থাকেন না। একজন দিনমজুর তার মজুরি দিয়ে ১২/১৪ কেজি চাল কিনতে পারেন।

সুধিবৃন্দ,

কৃষিতে আমরা একটা স্থিতিশীল অবস্থায় পৌঁছেছি। এটাকে ধরে রাখার জন্য আমাদের টেকসই কৃষি ব্যবস্থার দিকে নজর দিতে হবে।

ভূ-গর্ভস্থ পানির ব্যবহার কমিয়ে ভূ-উপরিস্থ সেচ সম্প্রসারণের দিকে গুরুত্বারোপ করতে হবে। পানির পরিমিত ব্যবহার নিশ্চিত করতে হবে। পাশাপাশি জলবায়ু পরিবর্তনের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ প্রযুক্তি প্রসারের উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে। জলবায়ু পরিবর্তনজনিত বিরূপ প্রভাবে আমাদের কৃষি যেন বড় রকমের সঙ্কটে না পড়ে সেজন্য আমাদের সতর্ক থাকতে হবে।

পশ্চিমা কৃষি ব্যবস্থা আর আমাদের কৃষি ব্যবস্থা আলাদা। আমাদের প্রকৃতি এবং আবহাওয়া উপযোগী প্রযুক্তি উদ্ভাবন করতে হবে। দেশিয় প্রচলিত প্রযুক্তির উন্নয়ন ঘটাতে হবে।

আমাদের ভৌগলিক অবস্থানের কারণেই প্রাকৃতিক দুর্যোগ মাঝেমধ্যেই আমাদের উপর আঘাত হানবে। এ বিষয়টি মাথায় রাখতে হবে। দুর্যোগ মোকাবিলার পাশাপাশি ফসল উৎপাদনে যাতে কোন ব্যাঘাত না ঘটে তার উপায় বের করতে হবে।

এবার হাওড়ে অকাল বন্যায় কিছু ফসলহানি হয়েছে। এ ছাড়া অতিবৃষ্টির ফলে কোন কোন এলাকায় দীর্ঘস্থায়ী বন্যার সৃষ্টি হয়েছে। বন্যাত্তোর কৃষি পুনর্বাসন কর্মসূচি এখন থেকেই প্রণয়ন করতে হবে। বিকল্প ফসল চাষ করে কৃষকগণ যাতে ক্ষতি পুষিয়ে নিতে পারে সে ব্যবস্থা গ্রহণ করার জন্য আমি আপনাদের আহ্বান জানাচ্ছি।

মাঠ পর্যায়ে যাঁরা কাজ করেন, বিশেষ করে উপ-সহকারি কৃষি কর্মকর্তাদের নিবিড় প্রশিক্ষণ দিতে হবে। মাঠ পর্যায়ে মনিটরিং ব্যবস্থা জোরদার করতে হবে। মাঠ থেকে যে তথ্য আপনারা পাঠান, সেগুলো যেন সঠিক হয়। তথ্য-উপাত্ত ভুল হলে উন্নয়ন পরিকল্পনা ফলপ্রসু হবে না।

কৃষির অগ্রযাত্রাকে বেগবান করতে সরকারের পাশাপাশি কৃষিখাতে বিনিয়োগে বেসরকারি খাতকেও আরও এগিয়ে আসতে হবে। কৃষি উৎপাদন নিশ্চিত হওয়ার পাশাপাশি প্যাকেজিং ও সংরক্ষণের ব্যবস্থা উন্নয়নে লক্ষ্য রাখতে হবে। বাজার ব্যবস্থাকে আরও উন্নত করে কৃষি পণ্যের যথাযথ মূল্য নিশ্চিত করতে হবে।

সমবেত সুধিবৃন্দ,

বিভিন্ন প্রতিকূলতা সত্ত্বেও গত অর্থবছর আমরা ৭.২৪% প্রবৃদ্ধি অর্জন করেছি। মাথাপিছু আয় বেড়ে ১ হাজার ৬০২ মার্কিন ডলারে উন্নীত হয়েছে।

কেবল কৃষিক্ষেত্রে নয়, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, বিদ্যুৎ, নারী উন্নয়ন, যোগাযোগ, দেশে এবং বিদেশে কর্মসংস্থানসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে আমাদের সরকার অভাবনীয় উন্নয়ন সাধন করেছে।

আমরা এ উন্নয়নের ধারা অব্যাহত রাখতে চাই। আমাদের লক্ষ্য ২০২১ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে বিশ্বের বুকে ক্ষুধা ও দারিদ্র্যমুক্ত একটি মধ্যম-আয়ের দেশে পরিণত করা। ২০৩০ সালের মধ্যে জাতিসংঘ ঘোষিত টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট অর্জন করা এবং ২০৪১ সালের মধ্যে দেশকে উন্নত দেশে রূপান্তর করা।

দেশকে এ সকল কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্য পৌঁছে দিতে সবাইকে এগিয়ে আসার আহ্বান জানাই। আজ যাঁরা পুরস্কৃত হলেন তাঁদের সকলকে আবারও অভিনন্দন জানিয়ে এবং সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে আমার বক্তব্য শেষ করছি।

খোদা হাফেজ।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু

বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

...